উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 25 November 2021 Thursday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

হস্টেলের ১৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে উধাও শিক্ষক

চারের পাতায়

ফড়েদের কবজায় কিষান মান্ডি

পাঁচের পাতায়

শিশুর দেহ ব্যাগে নিয়ে ফিরতে হল বাবাকে

বিশ্বজিৎ সরকার ● রায়গঞ্জ

২৪ নভেম্বর : বাজারের ব্যাগে ভরে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল নবজাতকের মৃতদেহ। অ্যাম্বুল্যান্সের চড়া ভাড়া মেটাতে না পেরে এভাবেই সদ্যোজাতের মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জে।

গত ২২ নভেম্বর রায়গঞ্জের ভাটোল অঞ্চলের মালদাপাড়া তাজপুরের বাসিন্দা রেহেনা খাতুন (১৯) প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে ভাটোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেলে। গতকাল তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। জন্মের পরেই শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় সদ্যোজাতকে এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। এদিন দুপুরে নবজাতকের মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যেতে নিশ্চয়যানের চালকের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু চালক জানিয়ে দেন, তিনি মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে বাজারের ব্যাগে নবজাতকের মৃতদেহ ভরে মোটরবাইকে করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মৃত শিশুর বাবা ও ঠাকুমা।

> আমাদের পক্ষে তিন হাজার টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাজারের ব্যাগে দেহ ভরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি।
>
> – ইউসুফ রেজা
> মৃত নবজাতকের বাবা

নবজাতককে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েন বাবা ইউসুফ রেজা। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। আমাদের পক্ষে তিন হাজার টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাজারের ব্যাগে দেহ ভরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি।'

ব্যাগে নবজাতকের দেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা।–সংবাদচিত্র

এপ্রসঙ্গে নিশ্চয়যান প্রকল্প সংগঠনের সদস্য ঝরু বর্মন বলেন, 'নবজাতকের মৃত্যু হলে আমরা দেহ গাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। গোটা রাজ্যেই এই আইন রয়েছে। তবে নবজাতকের মাকে বিনে পয়সায় বাড়িতে দিয়ে আসা যাবে।'

সংগঠনের আরেক সদস্য সুভাষ বর্মন বলেন, 'সন্তান প্রসব করার পর নবজাতক ও মাকে বিনে পয়সায় বাড়িতে দিয়ে আসার সরকারি নিয়ম রয়েছে। তবে মৃত শিশুকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আমাদের কাছে নেই।'

নিশ্চয়যান প্রকল্পের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইনচার্জ মনোজিৎ ঘোষ বলেন, 'মৃত শিশু নিয়ে যাওয়ার পারমিশন আমাদের কাছে নেই। তাই অ্যাম্বুল্যান্সেই নবজাতকের দেহ বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'এনিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর দেখে।'

আলাপচারিতায়। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী।–পিটিআই

দিদির আমন্ত্রণে রাজি মোদি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

২৪ নভেম্বর : এই অস্বস্তি ঢাকবে কী করে বিজেপি? রাজ্য সরকারের যে শিল্প সম্মেলন ঘিরে নানা বক্রোক্তি করে থাকে বিজেপি, সেই কর্মসূচির উদ্বোধন করতে রাজি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর মাত্র ক'দিন আগেও রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রকে চিঠি দিয়ে ওইসব সম্মেলনে কত বিনিয়োগ এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছিলেন। রাজ্যপালের ওই চিঠিতে শিল্প সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের সুর স্পষ্ট ছিল।

প্রধানমন্ত্রী কিনা সেই সম্মেলন উদ্বোধন করতেই রাজি হয়ে গেলেন। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করার পর বুধবার এই খবরটি দিলেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আগামী বছর এপ্রিল মাসে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন উনি।' তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু তার প্রভাব যাতে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কে না পড়ে, সেজন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি।'

আগামী ২০ এবং ২১ এপ্রিল কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হওয়ার কথা। সেখানে মমতা যদি নরেন্দ্র মোদিকে উপস্থিত করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে তা ওই সম্মেলন সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার মোক্ষম জবাব হবে। যদিও এবারের সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের সুর শোনা গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গলায়।

বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'রাজ্যে শিল্পের অবস্থা করুণ। তার ওপর রয়েছে কোভিড। বহু দেশ আসবে কি না সম্মেলনে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে কেন্দ্র যদি রাজ্যের সাহায্যে কাজ করে, তাহলে বাণিজ্য মেলা রাজ্যের জীবিকাহীন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত ও দিকনির্দেশের কাজ করতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের আগে থেকেই বিরোধীরা এদিন ফের মোদি–মমতা সমঝোতার তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'কংগ্রেসকে কীভাবে আরও ভাঙা যায়, মমতাকে হয়তো সেই পরামর্শই দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিএসএফ নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনায় মমতা তো অংশ নেননি। মোদির সঙ্গে এবিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলায় ওঁর সুবিধাই হয়েছে।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বৈঠকের সঙ্গে রাজ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থে মোদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন মমতা।' ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী যতবার দিল্লি গিয়েছেন, ততবার বিরোধী জোট গঠনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই সফরে কিন্তু বিরোধী জোট গঠন নিয়ে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

বরং তিনি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। দিল্লি এলে কংগ্রেস সভানেত্রী ও তৃণমূল নেত্রীর সাক্ষাৎ প্রায় রুটিন ছিল আগে। এনিয়ে বুধবার এক প্রশ্নের উত্তরে মমতা কিন্তু বলেন, 'দিল্লি এলেই দেখা করতে হবে, এরকম কোনও

এরপর দশের পাতায়

বোল্লাকালীর পুজোর আগে আলোয় সেজেছে মন্দির। বুধবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

নার্সিংহোম ও চিকিৎসককে ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা

মহিলাকে এইচআইভি পজিটিভের ভুল রিপোর্ট

হরষিত সিংহ ● মালদা

২৪ নভেম্বর : মহিলাকে এইচআইভি পজিটিভের ভুল রিপোর্ট দেওয়ায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এবং তার এক চিকিৎসককে মোট ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করল জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। সাধারণ জ্বর নিয়ে ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর ওই মহিলা মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসকরা সেই সময় পরীক্ষা করে এই মহিলার রিপোর্ট এইচআইভি পজিটিভ বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ফের পরীক্ষা করলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। এরপরেই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ওই মহিলা। প্রায় তিন বছর ধরে মামলা চলার পর মঙ্গলবার রায় দিতে গিয়ে ওই জরিমানা করে আদালত। রায়ে খুশি পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা।

২০১৭ সালে মালদা শহরের ইংরেজবাজারের একটি নার্সিংহোমে জ্বরের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা। নার্সিংহোমের চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা ওই মহিলার শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা করেন। ভর্তির একদিন পর নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা রিপোর্ট দিয়ে ওই মহিলাকে জানান, তিনি এইচআইভি পজিটিভ। চিকিৎসকেরা মহিলাকে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করার পরামর্শ দেন। এমনকি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিতও করেন। সেখানে ভর্তি করার পর চিকিৎসকেরা আবার নতুন করে সমস্ত পরীক্ষা করেন। কিন্তু এই রিপোর্টে মহিলার এইচআইভি নেগেটিভ আসে।

মালদার নার্সিংহোমের রিপোর্টে এইচআইভি পজিটিভ আসায় মানসিকভাবে ভেঙে পরেন ওই মহিলা। এমনকি তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকে। অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকলে পরিবারের লোকেরা তাঁকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। সেখানে চিকিৎসা করানোর পর বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন তিনি। ভুল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ওই মহিলা মালদা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করেন মালদার ওই নার্সিংহোম ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। তিন বছর ধরে মামলা চলার পর

এরপর দশের পাতায়

- সাধারণ জ্বর নিয়ে ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন এক মহিলা
- চিকিৎসকরা সে সময় পরীক্ষা করে ওই মহিলার রিপোর্ট এইচআইভি পজিটিভ বলে জানিয়েছিলেন
- পরে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ফের পরীক্ষা করলে দেখা যায়, রিপোর্ট নেগেটিভ
- তারপরেই মালদার নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে মামলা করেন ওই মহিলা

গৌড় এক্সপ্রেসে আগুন, আতঙ্কে লাফ যাত্রীদের

মালদা, ২৪ নভেম্বর : সোদপুর ছেড়ে কিছুটা এগিয়েছে ট্রেন। সবে খাওয়াদাওয়া সেরে বার্থে শুতে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন পলাশ। আচমকাই চোখের সামনে ধোঁয়া দেখে প্রথমটায় ঘাবড়ে যান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধোঁয়া যেন গোটা কামরাটাকে গ্রাস করে নিতে থাকে।

গৌড় এক্সপ্রেসের যে আগুন লেগেছে, ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন যাত্রীদের অনেকেই। ছোটাছুটি শুরু করে দেন অনেক যাত্রী। চেন টেনে ট্রেন থামানো হয়। সেসময় আতঙ্কে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে যান বেশ কয়েকজন। ট্রেনের কামরা থেকে ওভাবে লাফাতে গিয়ে ৫–৬ জন যাত্রী আহত হন।

আগুন লাগায় দাঁড়িয়ে গেছে গৌড় এক্সপ্রেস।–সংবাদচিত্র

পলাশ কর্মকার বলেন, 'বন্ধুর বিয়েতে মালদায় আসছিলাম। গৌড় এক্সপ্রেসের এস–৯ কামরায় ছিলাম। শিয়ালদা থেকে ছাড়ার পরই পোড়া গন্ধ নাকে আসছিল। সোদপুর পার হতেই সবার চিৎকারে ট্রেন থেমে যায়। শুনলাম নাকি আগুন লেগেছে আমাদের কামরায়। ট্রেন থামতেই ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে অনেকে আহত হন। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা এসে সবকিছু পরীক্ষা করার পরই ট্রেন ছাড়ে।'

কিছুক্ষণ মাঝপথে থমকে থাকে গৌড় এক্সপ্রেস। তবে তারপর মালদার উদ্দেশ্যে আবার রওনা দেয়। সকালে অবশ্য নির্দিষ্ট সময়েই মালদা টাউন

এরপর দশের পাতায়

আজ থেকে প্রাথমিকে নিয়োগপত্র

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর।

ওই পদে নিয়োগের জন্য বুধবার যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রথম দফায় ৪৭৪ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। মেধাতালিকায় উত্তীর্ণদের নামই তালিকায় আছে বলে পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে। ওই সূত্রে খবর, আরও ৭৩৮টি পদে শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে।

বৃহস্পতিবার থেকেই ওই তালিকায় উল্লিখিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'যাঁরা অফলাইনে আবেদন করেছিলেন এবং প্রথম মেধাতালিকায় যাঁরা আসতে পারেননি, তাঁদের মধ্যে থেকে সফলদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।'

প্রথম দফায় ৪৭৪ জনের নাম প্রকাশ

২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করা নিয়ে চাপ ছিলই। বয়সসীমা পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ করা হচ্ছে না অভিযোগে চাকরিপ্রার্থীরা বারবার বিক্ষোভ দেখানোর পর দ্রুত নিয়োগে তৎপর হয় রাজ্য সরকার। ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের একটি তালিকা তৈরি করে পর্ষদ। ওই প্রার্থীদের সকলেই অফলাইনে আবেদন করেছিলেন।

এঁরা প্রত্যেকেই ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হন। গত ২৭ অক্টোবর এঁদের সমস্ত নথির স্ক্রুটিনি, তথ্য যাচাই, ভাইভা, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হয়। ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিশের ভিত্তিতে তাঁদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল। ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট–এর প্রশ্নপত্রে ভুলের কারণে যেসব

এরপর দশের পাতায়